মায়াচিত্র

শ্রীসুখরঞ্জন রায়, বি-এ
প্রণীত।



১৩১৮

মূল্য আট আনা।

প্রকাশক—দি ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস্‌,
২২ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন
প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

'চিত্রাঙ্গদা,' 'চোখের বালি'

ও 'রাজা'র

রবীন্দ্রনাথকে

এই গ্রন্থ

ভক্তিভরে অর্পণ

করিলাম।

—গ্রন্থকার—

মায়াচিত্র

——:o:——

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(গান্ধারের নিকটবর্ত্তী সিতাচল নামক পর্ব্বতের গুহা; তপস্বী বিন্ধ্যসুত আসীন; চিরবাসপরিহিতা তরুণী দীধিতি সম্মুখে দণ্ডায়মানা।)

দীধিতি। সর্ব্ব দেবতার মোর পরম দেবতা,
প্রভু গুরুদেব মোর, জানত সকলি,—
তরুতে পল্লবে গুল্মে বর্ণে গন্ধে গানে
শীতসঙ্কুচিত শীর্ণ নরনারীপ্রাণে
অকস্মাৎ বসন্তের আগমন সম
কী গূঢ় চেতনাহর্ষ কম্পনে স্পন্দনে
পুলকিছে চিত্তে মোর, কিবা সে বেদনা
রূপরসগন্ধ-মাখা রঙীন তুলিতে
অঙ্কিত চরমতম সুখের মতন
আমার মরমপটে।—জিজ্ঞাসিছ কেন
দেব, তুমি জান সব!

বিন্ধ্য। তবু শুনি বল।
দীধিতি। জানত সকলি, তবু—
বিন্ধ্য। লজ্জা কি মা, কেন তব অবনত শির,
সলাজ রাঙিমা ভার আননে তোমার?
তাপসিনি, তপস্যার চ্যুতিতে কি তব
ভৎসিব ভেবেছ মনে? না না মূঢ়ে, বল,
বলে যাও অকপটে সব।
দীধিতি। দেবতার
আশীর্ব্বাদ বহি, যেন নন্দন হইতে
আমার অন্তর-দেশে এসেছে সে নামি,
ছায়াস্ফুট ভাব 'পরে প্রমূর্ত্ত সে ছবি
দানাবাঁধা সুমধুর প্রকৃতির মত
অব্যক্তের 'পরে ; ধরণীর মাঝে রাজে
ধরণী-ঈশ্বর, তাঁর প্রতিনিধি মাঝে
আমি পূজিব তাঁহায়, আজ্ঞা দেহ পিত
এ দাসীরে।
বিন্ধ্য। এ যে আত্মপ্রবঞ্চনা শুধু!
এসেছে পরম ক্ষণ জীবনে তোমার,
হেলা করি হারা'য়োনা তায়। ভেবে দেখ
আজ সারা দিনমান সংযত মানসে

অবগাহি অন্তরের সীমান্ত সীমায়
কি তার প্রার্থনা, কোন্ সে তপন পানে
স্ফুটন-উন্মুখ পদ্ম-কলিকার মত
তিলে তিলে মেলিছে তা' শুভ্র দলগুলি।
(সহাস্যে স্নেহ-কোমল স্বরে)
সেটি কে মা,
ঈশ্বরের প্রতিনিধি যে তব মানসে ?
শব্দ নাই কেন ? অতিথি মিহির ?
(দীধিতি নির্ব্বাক নতশির আরক্তবদনা)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(প্রদীপালোকিত গুহা ; কাল সন্ধ্যা)

বিন্ধ্য। কি মা, দেখিলে কি ভেবে ?
দীধিতি। দেখেছি ভাবিয়া,
পাইনি খুঁজিয়া কিছু, অন্তরের প্রতি
কোণে কোণে রাজে সেই সুন্দর মূরতি,
তরুণ তপন সম আলোকে উজলি
প্রতি তম-কণা-হিয়া ; তিল ঠাঁই নাহি
বাহিরে তাহার, আচ্ছন্ন তাহাতে আমি।
বিন্ধ্য। ভেবে দেখ তবু মনে চাঞ্চল্যবিহীন

গত-রিপুবাধা পূত সংযত মিলনে
বাসনা-সমাধি 'পরে বসি দুইজনে
অনন্তের ধ্যানমগ্ন বিমুগ্ধ অন্তরে
থাকিতে পারিবে কি না চির রাত্রিদিন।
(কিছুক্ষণ থামিয়া)
যাবে কি মা গেহে ফিরে? রাজার নন্দিনী,
তোমার নন্দনচ্যুত আনন্দের ধন
লভিয়া থাকিবে সুখে ধনে প্রেমে যশে
মানবের মুখে মুখে অম্লান কিরণে?
বাল্য কৈশোরের সেই কলমুখরিত
গৃহ কি টানিছে পুন?

দীধিতি। আজ্ঞা কর প্রভু।

বিন্ধ্য। (চিন্তা করিয়া)
দেখেছি লখিয়া তোরে, হৃদয় তোমার
দর্পণ নয়নে মোর। যে আলোক-রশ্মি
নবীন বিস্ময়ে খেলে মায়ারাজ্য রচি
তব চিত্তে, আদিত্যের দীধিতি তা' নয়;
ভুবন-উজ্জ্বল-করা তিমিরারি কর
নহে তা' কখনি, এ যে নিশান্তের শুধু
অলীক বিভ্রম মালা, বাসনার শেষ

মূর্চ্ছাহত দীর্ঘশ্বাস, আসন্নমরণ
দীপের উজ্জ্বল ভাতি ; তবু নিবে যাবে
দীপ, হাসিবে সুচির সূর্য্য চিত্তে তোর,
অপেক্ষা করিতে হবে ততদিন।

দীধিতি। ক্ষম মোরে
দেব, পাইব মিহিরে ?

বিন্ধ্য। (হাসিয়া) পাইবে তাহায়,
মূঢ়ে, পাবে আরো কিছু।

দীধিতি। অপেক্ষা করিতে হবে কতদিন ?

বিন্ধ্য। হবে তার যুগল পরীক্ষা।
(স্বগত)
পারি না ছাড়িতে, নিজশক্তি লোভ এসে
পদে পদে ভেঙে চূড়ে দেয় বীচিক্ষোভে
সাগর সুপ্তিরে !

(তপস্বী একটি ছোট কাষ্ঠফলক লইয়া রেখাবর্ণে তাহাতে আপন মন হইতে ছবি আঁকিতে প্রবৃত্ত।)

—০—

তৃতীয় দৃশ্য।

(গুহার বাহিরে একটি ঝরণার পাশে মিহির ও দীধিতি দুইটি শিলাখণ্ডে পাশাপাশি আসীন।)

মিহির। সত্য? আজিকে তবে বিদায় মোদের?

দীধিতি। হাঁ সখা বিদায়, ফিরে যাও গৃহে তুমি,
ফিরে যাও, আর কভু এ তাপসিনীরে
আনিও না মনে। মুছে ফেল সর্ব্বস্মৃতি,
মরম-রঙেতে আঁকা চারু চিত্রপট
চিহ্নিত অন্তর হতে এ তিন দিনের।
ভুলে যাও চলদল পিপ্পলের তলে
ঝরণার নৃত্যখেলা দুটি হৃদয়ের
গূঢ় বক্ষ তালে তালে, মধুপর্ণিকার
শ্যামস্নিগ্ধ পর্ণচ্ছায়ে মুগ্ধ দোঁহাকার
ময়ূর-কলাপ-কলা আদরেতে হেরা,
ক্ষণে ক্ষণে হর্ষভরা কেলিকণ্ঠ শুনা।
ভুলে যাও ছুটাছুটি গুহায় গুহায়;
ক্লান্ত দেহভার এলাইয়া-দেওয়া কত
শিলায় শিলায়; হেলাভরা হিয়াটির
সর্ব্বাঙ্গে হেলিয়া-পড়া, কভু টুটে-যাওয়া
কাননকুন্তল শৈলে, দূরে সরোফুল্ল

গূঢ় পদ্মবনানীর আকুল সৌরভে,
তপনে অনিলে নীলে. ভুলে যাও রক্ত
করঞ্জক দল নিয়ে ওষ্ঠ কর্ণমূল
গঞ্জ গ্রীবা বক্ষ লখি মধু ছুড়াছুড়ি।
জাগ্রত জীবন হতে এ তিন দিনের
ক্ষুদ্র এক স্বপ্ন-কণা মুছে ফেলো সখা।

মিহির। প্রকাণ্ড জীবন-দেহে একবিন্দু হিয়া,
ক্ষুদ্র বলি ফেলিব কি মুছে তায় সখি?
যেথা হতে মুঞ্জরিল মৃত জীবনের
দুরতম প্রান্ত ভরি নব পুষ্পলতা,
গাহিল বিহগকুল, ফুটিল কুসুম
পুলক-রোমাঞ্চ ভরে; পাষাণের তলে
আকুল আনন্দ ধারা প্রেমক্ষীর-নীরে
অন্ধেরে নয়ন দিয়ে, মরণেরে প্রাণ,
বন্ধের টুটিয়া বাধা, বেদনার দান,
প্রদানিয়া জড়মূঢ়ে. উন্মাদ আবেগে
মৌন কলকণ্ঠে ছুটি শিরাজাল সম
ছাইয়া ফেলেছে মোর অন্তর বাহির,
ফেলিব মুছিয়া তায়?

বিন্ধ্য। (একটি সুবৃহৎ শিলাখণ্ডের অন্তরালে লুক্কায়িতভাবে

স্বগত) যৌবন উচ্ছ্বাস
বৎস, তার 'পরে বেশী করোনা নির্ভর।

দীধিতি। মুছে ফেল তায়।
যে নিস্পন্দ শিলা'পরে মোরা সমাসীন
মানব তাহার বাড়া নহেক কখনো
সূক্ষ্ম কণা পরিমাণে ; তাহারি মত সে
বদ্ধনেত্র আনন্দের পুণ্যমূর্ত্তি পানে,
রুদ্ধহৃদি প্রেম উৎসমূলে, প্রিয়স্পর্শে
উঠেনা শিহরি কভু, মুখে নাহি বাক,—
একখণ্ড চিরাবৃত নির্জলা তপস্যা
সুন্দর ধরণী মাঝে সঙ্গীত মুখর,
নাহি গান নাহি প্রেম, নাহিক স্পন্দন।

মিহির। সুগোপন চৈতন্যের তবু ক্ষীণ রেখা
তাহারো অন্তরে বহে, শুভদিনে তারো
বয়ানে ফুটেগো বাণী, নয়ানে নেহার,
পরাণ টুটিয়া জাগে রোমাঞ্চের মত
নবশ্যাম তৃণপুঞ্জ, চিরবাস তলে
যৌবন-উদ্ভিন্ন দেহ, বিদ্রোহের হৃদি
বিদারিয়া ফুটে কালের বিজয়দ্যুতি!
মিছে তর্ক কেন সখি, আমি চিনি তোমা,

টুটিয়া তপস্যাজাল বল্কল-বসন
বিকশি উঠিছে অঙ্গ আলিঙ্গন মাগি
আলো অনিলের, কেন রুধে রাখ তায় ?

(দীধিতি নীরব)

শব্দ নাই কেন সখি ? ছাড় শৈলবাস,
এই কৃত্রিম জীবন ; বল তার পর
কোন্ রাজগেহ তুমি করেছ উজ্জ্বল,
কিম্বা পর্ণকুটীরেরে কোনো, হোক পর্ণ,
কাশ্মীরের কুমারেরে স্বর্ণ-পাতা জিনি
দিবে তা' পুলকজ্যোতি !

দীধিতি। না, আজো হয়নি নাকি সময় তাহার,
অন্তরে বাহিরে মোরা শুষ্ক পরিম্লান
এখনো উঠিনি হয়ে, আঁখিকোণে কালি
কালিমায় আসেনিক ছেয়ে, বৃদ্ধ জরা
বলিহস্ত দেয়নিক বুলায়ে হিয়ায়।
যে স্রোতে ভাসিয়া যায় বন উপবন
তার নাকি হেথা কোনো নাহি প্রয়োজন,
সঘন সংযত যেই রসের পরশে
বীজটি অঙ্কুররূপে বিকশিয়া উঠে
অপেক্ষা করিতে হবে তারি লাগি নাকি,

অপেক্ষা করিতে হবে রসচাষ লাগি
রস-শুষ্কতার। সখা, ভুলে যাও মোরে
চেয়োনাক পরিচয়।
(দীধিতি উত্তেজিত হইয়া শিলাখণ্ড
ছাড়িয়া বেগে পরিক্রমণ করিতে লাগিল)

বিন্ধ্য। (লুক্কায়িত ভাবে স্বগত)
স্নেহের বিদ্রোহ তোর কতক্ষণ রবে ?
(দীধিতি ও মিহির উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব)

দীধিতি। (শান্ত অনুতপ্ত স্বরে)
ক্ষম মোর প্রগল্‌ভতা, সখা ক্ষমা কর
স্নেহ-অভিমান-রুক্ষ বাক্য ব্যঙ্গভরা।
সর্ব্বদর্শী গুরু মোর, চিরানুগতার
ক্ষণিক বিদ্রোহ-কথা নিয়োনাক মনে।
মোদের অদৃষ্ট 'পরে স্থির ধ্রুবতারা
জ্বালছে অম্লান করে, আলোক-অঙ্গুলি
স্বপ্নস্বর্গ-রাজ্য পানে দেখাইছে পথ ;—
অলঙ্ঘ্য বিধান সখা গুরুর পিতার
মোদের মঙ্গল লাগি, মিলনের আজো
হয়নি সময়, ফিরে যাও দেশে।

মিহির। সত্যই বিদায় তবে ? এমনি নির্ম্মম

বিদায়ের বেলা সখি ? এ তিন দিনের
বিচিত্র রঙীন এই সুখস্বপ্ন-খেলা
আজিকে ভাঙিল তবে ? সম্মুখে শয়ান
সীমাহীন সিন্ধুসম বিরহ অসীম,—
বেদনায় মর্ম্মভেদী, স্পন্দনে আকুল,
মূক হাহাকারপূর্ণ অনন্ত ক্রন্দনে,—
তার আগে একবিন্দু অশ্রুকণা সখি
নাহি আঁখিকোণে, অথবা পরাণ-গলা
মুখে মধু বাণী ? একটি সস্নেহ স্পর্শ ?
পীড়িত পরাণ-ভরা ব্যাকুল চাহনি,
নিশার নিঃসঙ্গ মৌন আঁধার হিয়ায়
এক বিন্দু আলোকণা ? এতই সহজে
বিদায় দিতেছ সখি ?

দীধিতি। বড়ই সহজে
সখা, এমনি সহজে বুকভরা গানে
বংশীটি বিদায় দেয় শেষ কণ্ঠতান
নিজ বক্ষরন্ধ্র হতে।

মিহির। যাই তবে সখি এবে, বিদায়ের কালে
দিবেনাকি চিহ্ন কোনো, চির রাত্রিদিন
হবে যা স্মৃতির সঙ্গী ?

দীধিতি। লও চিত্র মোর

(কাষ্ঠফলকে অঙ্কিত চিত্র প্রদান)

মিহির। (একটি লম্বমান সূত্রে চিত্র আবদ্ধ করিয়া
কণ্ঠাবলম্বনে গাত্রাবরণের নীচে বক্ষে ধারণ)

ধরিব বক্ষেতে ইহা নিশায় দিবায়
আহারে নিদ্রায় কিম্বা যুদ্ধে ও বিশ্রামে
যত দিন তোমা সাথে না হবে মিলন,
মুগ্ধ বক্ষ-আলিঙ্গনে স্পন্দন-দোলায়
দ্বিতীয় পরাণ সম ; কূজনে গুঞ্জনে
বিহঙ্গ-দম্পতি সম কলকণ্ঠ ভাষে
আদরে চুম্বনে হবে পরাণ জোড়ার
অন্তহীন হর্ষ-গূঢ় সুমৌন সম্ভাষ।

দীধিতি। মধু ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্দ্দশী আজ,
অজানা ভবিষ্যে কোনো ফিরে এসো হেথা,
ফিরাইয়া দিও এই চিত্রপট মোরে
এমনি অম্লানোজ্জ্বল অপরিবর্ত্তিত
ফাল্গুনের এমনি নিশীথে।

(মিহির নিষ্ক্রান্ত)

দীধিতি। (শিলাতলে লুটাইয়া পড়িয়া)
হলো না কিছুই বলা অন্তরের কথা,

শিখানো বুলির তলে মূক হয়ে র'ল
পরাণের মুগ্ধবার্ত্তা ; হায় সখা মোর !

—ঃ০ঃ—

চতুর্থ দৃশ্য ।

মিহির। পর্ব্বত সানুতে যাব অশ্ব পাব তবে।
আর কত ক্ষণ ? থাক্, বহু দূরে থাক্
বিচ্ছেদের নিম্নভূমি। এখনো ত আছি
সিতাচলে, প্রিয়তমা-অঙ্গের পরশ
বাতাসে আসিছে ভাসি আলিঙ্গন সম,
দুটি হৃদয়ের মাঝে দূর ব্যবধান
দেয়নি আড়াল টানি ; কিন্তু পারিনাক,
পারি না চলিতে আর, স্বেদ-বিন্দু ঝরে,
ক্লান্তিতে অবশ তনু, দেহ মন ভরি
অবসাদ ছেয়ে আসে সারাটি জীবনে,—
মনে হয় এই স্বপ্ন-নিশীথিনী বুকে
আজিকে সমাধি মোর। চলি আরো কিছু
চলি এই শৈল-পথে ; দুর্গম বন্ধুর,
তবুও কতই প্রিয় আমার নয়নে,—
রাঙা দুটি চরণের মধুর পরশ
হেথায় আছে গো মাখা, তারি চিহ্ন-আঁকা

এরে আমি ভালবাসি। আর ভালবাসি
বুক ভরে ভালবাসি এই শিলাপটে ;
কার দেহভার হেথা লতাটির মত
এলাইয়া পড়ে ছিল, বিন্দু বিন্দু বারি
ললাট বাহিয়া ধীরে গণ্ডেতে গ্রীবায়
গেছিল গড়ায়ে কার ? চুম্বন-আকাঙ্ক্ষী
রক্ত ওষ্ঠপুট কার আদর লভিয়া
কেঁপে উঠেছিল ক্রোধে কৃত্রিম করুণ ?
বড়ই সৌভাগ্য তোর নিস্পন্দ পাষাণ !
বুকভরা আলিঙ্গন লভিয়া পরাণে
কি আনন্দ জেগেছিল তোর, কি পুলক
নবীন চেতনাফুল্ল গোপন হৃদয়ে !
নির্ব্বোধ পাষাণ, চির-আকাঙ্ক্ষার স্বর্গ
নিজ হতে যবে আসি বক্ষ'পরে তোর
আসন রচিল হর্ষে অমর-কাঙ্ক্ষিত,
তখন পারিসনি কি শিলাতল হতে
দুইটি গোপন বাহু পলকে প্রসারি
বাঁধিয়া ফেলিতে তায় ? চুম্বনে বন্ধনে
নিবিড় নিবিড়তর গূঢ় আলিঙ্গনে
মানব-অঙ্গটি তার লুপ্ত করি দিতে ?

তার পর দুটি দেহ বিচ্ছেদবিহীন
চির আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে রাত্রি দিন
থাকিতি পড়িয়া মূক হর্ষে গূঢ়তম
অনন্ত স্পন্দনময় সুচির মরণে!
এতই সহজে দিলি ছাড়িয়া তাহায়?
আমি ত দিতামনাক। মূঢ়, কোথা এবে
পরাণ পাষাণে তোর, গেছে তা চলিয়া;
প্রাণকায়াহীন ছায়া ভূতের মতন
আছিস পড়িয়া মলিন পাণ্ডুর-বর্ণ।
সুরভি দেহের তার তবু তোতে আছে,
রক্ত-স্ফীত গণ্ডটির কম কোমলতা,
বুকের সরস স্পর্শ।

(দুই দৃঢ় হস্তে আলিঙ্গন করিয়া শিলাপরে শয়ন)

দীধিতি দীধিতি!

(আঁখি নিমীলিত করিয়া কতক্ষণ নীরবে অবস্থান;
তারপর বক্ষাবরণের অন্তরাল হইতে
চিত্রপট উন্মোচন)

নাই সে ত; আছে শুধু চিত্রপট তার;
চুম্বনে ছাইয়া দিব এর গণ্ডতল,—

(ঘন ঘন চুম্বন প্রদান)

কোথা, লজ্জায় রাঙিয়া উঠনা যে এবে ?
পুট্‌পুটে নিম্ন ঠোট হতে চুষি নিব
ষোড়শ বর্ষের তার সঞ্চিত অমিয়া।

(ওষ্ঠে চুম্বন)

কোথা ? এখন ত কোপে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
উঠিস্ না বড় ; দিব আলিঙ্গন দান,
কে ঠেকাবে এবে ? তৃপ্তি, সুগভীর
তৃপ্তি শুধু চাই ! সুগোপন মর্ম্মপুরে
বেদনা-অক্ষরে আছে দীপ্ত সমুজ্জ্বল
চারু চিত্রপট তার, তৃপ্তি তাহে কোথা ?
সুচির-বিরহী বক্ষ মুহুর্মুহু উঠে
শূন্যতায় হা হা করি ক্ষুব্ধ বায়ূশ্বাসে
পর্ব্বত গুহার মত। বাহিরের এই
স্পর্শগম্য চিত্রে আজি পূরিয়া ফেলিব
বুকের শূন্যতা সেই।

(আলিঙ্গন দান)

যৌবন নিটোল
বুকভরা দেহখানি পুলক অলস
আমার দেহেতে বাঁধা করি অনুভব

* * * *

কিন্তু হায়! সবি স্বপ্ন সম, তারি মত
রঙীন সুন্দর, কিন্তু ব্যর্থতা-আহত,—
কাছে আসে হাসে হাসি, দুলাইয়া যায়
অঞ্চল-পরশ বুকে;—বাহুবন্ধ তবু
মূর্চ্ছাহত পড়ে থাকে শূন্য বক্ষ'পরে;—
নির্ঝরিণী-কলস্বনে কাঁপাইয়া বোল,
নুপূর গুঞ্জরি বনে ঝিল্লির আরাবে,
দিগ্বিদিকে ফুটাইয়া শুভ্র স্বপ্ন-হাসি
অনিলে মিলায়ে যায়!

* * *

স্তব্ধতা ভীষণ,
অনাদ্যন্ত প্রকৃতির চির-আদি বাণী,
ঝিল্লিতে নির্ঝর-নীরে ধরা-শিশুরবে
অঙ্কে ধরি বসি আছে নিস্পন্দ নিথর
পূর্ণতায় মৌনমূক, সারা জীবনের
জমাট মুখর মেলা 'পরে মেলে দিয়ে
নিমেষে যবনি ঘন! জ্যোছনা-সাগরে
জোয়ার এসেছে আজি, হের দিকে দিকে
কিছু নাহি যায় দেখা, শুধু বারি রাশি
স্বচ্ছ অচঞ্চল; তারি একদিকে ভাসে

ছায়াস্ফুট শৈলমালা পরতে পরতে,
বনানী বিটপী-বীথি ; মনে হয় যেন
স্বপ্নাতুর নভপট, স্ফুট চন্দ্র তারা
ভাসে অন্যদিকে তার।
হেথায় ভাসিছি আমি, আর দূরতম
অতলের সীমান্ত-শয়নে শুয়ে হের
মায়ার কিরণে ভরা স্নিগ্ধ তারা ওই
প্রিয়তমা মোর, কর-রেখায়-রেখায়
সমুজ্জ্বল, কত কাছে কিন্তু কত দূর,—
স্বচ্ছ কিন্তু সীমাহীন দুর ব্যবধান
রচিয়া দুর্লঙ্ঘ্য বাধা।
কেমনে টুটিব আমি, হায় ! এই বাধা
কেমনে করিব দূর ! আর ভাবা নয়,
পুলকে নিমীলি' আঁখি ডুবে যাব, এই
জ্যোৎস্না-সিন্ধু-সলিলের কোলে ডুবে যাব,
দেহ পড়ি রবে হেথা, মুক্ত লঘু হিয়া
পলকে পৌঁছিবে গিয়া তারকার দেশে,—
ধরণীর ফুল জ্যোৎস্নাসিন্ধু-পরপারে
তারারূপে উঠিবে জাগিয়া, ফুটে রবে
কিরণ-বৃন্তটি ধরি চিরপ্রিয়া সাথে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(কাশ্মীর)

প্রথম দৃশ্য।

(কুমার মিহিরের শয্যাকক্ষ)

মিহির।

সুন্দর লজ্জারুনিম আননে টানিয়া
তিমির-গুণ্ঠন খানি, সন্ধ্যা মন্দ পদে
নিশা-অন্ধকারে চলে আনন্দাভিসারে
অজ্ঞাত জনের কোন্ গোপন বাসরে।
সঘন হইয়া আসে মিলনের কাল,
চারিদিকে মরে' আসে ধরণীর বাণী,
কনক নুপূর খানি রণিয়া রণিয়া
মুখর আলাপ-কলা সচকিত কানে
তুলিছে ফুটায়ে শুধু; নিলীন নয়নে
ঘিরে আসে প্রেমঘোর, দ্রুত বক্ষ-দোলা
দুলিয়া দুলিয়া উঠে, কেঁপে উঠে পদ।
তারো পরে ধীরে ধীরে মৃদুতম ধ্বনি
কখন থামিয়া যায়, শেষ দীপ-রেখা

বাসর-শয়ন ঘরে আঁধারে মিলায়,
বুকের স্পন্দন আসে মরিয়া নিমেষে
মধুর মূর্চ্ছার মাঝে,—দুইটি পরাণে
মৌন কানাকানি শুধু গোপনে তখন।
কল্পনা-কুহকভারে ক্লান্ত চিত মোর ;
করুণ রঙীন হিয়া সাঁঝের মতন,
মরীচি-ময়ূখমালা ইন্দ্রজালে তার
পরাণ জড়ায়ে ফেলে, শত কলধ্বনি
আকুল অমিয়া ঢালে উন্মুখ শ্রবণে।
কিন্তু হায়! মায়াহর্ম্ম্য-মর্ম্মতলে বসে'
নির্ম্মম নিরাশা-ধ্বংশ! ছায়াচিত্র-খেলা
শেষ করি দিব এবে, সোনার বুদ্বুদ
মিলন-মরণে এবে যাবে টুটি টুটি ;
কল্পনা-বর্ণের ফাঁক রাখিব না এবে
বক্ষ আর চিত্র মাঝে ; হিয়া-আলিঙ্গনে
শয়নে চাপিয়া চিত্রে নিগূঢ় আঁধারে
সুমৌন মিলন-নিদে যাইব ডুবিয়া।

(শয্যায় উপবেশন)

কিন্তু তবু পুন দেখে নিব চিত্রটিরে
শয়নের আগে।

(চিত্র উন্মোচন)

বার বার দেখি তবু
মেটেনা দরশ সাধ। কেমন ঠেকিছে
নয়নের আগে যেন, যেন————
————মিলিছে না যেন
পরাণ-কামনা সাথে, এই চিরবাস
চারু অঙ্গ সাথে তার মিলনের পথে
বাধা-ব্যবধান রচি যেন গো দাঁড়ায়ে,
চক্ষুশূল চোখে মোর !
এই ভস্ম-পরিচ্ছদ
যৌবন-দীপ্তিরে তার আবরিয়া রাখে ;
দেখিতে পারি না এই সন্ন্যাসিনী-বেশে,
এই শুষ্ক প্রাণহীণ কুৎসিৎ জঞ্জালে !
ইচ্ছা হয় মুহূর্ত্তেকে চিত্রপট হতে
উপাড়িয়া চিরবাস ঝিলামের জলে
এখনি নিক্ষেপি ফেলি।
কিন্তু পারিব না,
ভার হয়ে রবে ইহা বক্ষে চাপি মোর
চিররাত্রি চিরদিন।

(শয়ন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(ঝিলামের তীর।)

মিহির।

দিবস খসিয়া পড়ে দিবসের পিছু
কালের কালিমকণ্ঠে পুলকে পরায়ে
ঝরা দিবসের হার। ঝরাফুল ধীরে
মাল্লাতে ম্লানিমা লয়ে মিলাইয়া যায়,
ফোটা সে টুটিয়া পড়ে, মুকুল আকুলি
পুষ্পেতে প্রস্ফুটি উঠে। মৃত কণ্ঠতান
বিলীন বীচির পাছে জাগে বীচি পুন,
অছিন্ন লহরে লীলা ঝিলামের বুকে
ললিত আলাপ নব ; সুচির-নবীন
বসন্ত-উৎসব ফুল্ল বনে বনান্তরে
ধরণীর নরনারী প্রাণে।
মোর লাগি
শুধু নহে কিছু, শুধু এই চিত্র আছে
দিবসে দিবসে চির-শুষ্ক পুরাতন,
বসন্তের সুনবীন চলমান স্রোতে
ধরে-রাখা ঝরাফুল এক, নভস্রোতে
ভেসে-চলা লক্ষ তারা-তরণী হইতে

টুটিয়া-ডুবিয়া যাওয়া ম্লান তারা এই।
দিগন্তে ঘনায়ে আসে সঘন যবনি,
কিছু নাহি যায় দেখা, শুধু বক্ষে রাজে
আগুন-অক্ষরে আঁকা এই চিত্রখানি।

(চিত্র উন্মোচন)

চুম্বিব কি বিম্বাধরে? শম্বুক-চিহ্নিত
চারু কণ্ঠ মরালীর আদরে আঁকড়ি
পুলকে গলিয়া যাব? বক্ষে——
——————এ কি! এ কি!
ওষ্ঠপুটে গণ্ডতলে রক্তরাগচিহ্ন
কেমনে মিলায়ে গেল, কখন কেমনে
চিত্রদেহে বিকাশ-শ্রী হইল বিলীন!
ওষ্ঠ নয়নের সূক্ষ্ম সমুজ্জ্বল রেখা
মুছে গেল আলেখ্য হইতে!
(দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া) আর এই
রক্তহীন অধরেতে কি ফল চুম্বনে;
রসস্ফীতি নাই এবে, এই কপোলেরে
কেবা আদরিবে আর!
তবু বাঁচা গেল,
যাক্, চুম্ব-আলিঙ্গনে আর প্রাণহীন

পঙ্গু অভিনয়ে নিতে হবেনা বহিয়া।
যাক্ যাক্ মুছে যাক্, মুছে যাক্ সব।
লুপ্ত হোক দিগ্বিদিকে উদ্গীরিত ঘন,
রন্ধ্র হীন অন্ধকার, আর তারি মাঝে
দেবতা-দৃষ্টির মত উজ্জ্বল ভীষণ
ম্লায়মান রশ্মিরেখা।
ফিরে এস মোর
পুরাণো ধরণীখানি পরাণে আবার
লইয়ে আনন্দ-গলা তরল সঙ্গীত,
বর্ণে ছন্দে মোহগন্ধে পুলক সিঞ্চিয়া ;
ফিরে এস নিয়ে শত নরনারী-মেলা
বন্ধহীন আলো-বন্যা, খেলা অনিলের,
হর্ষে গানে পরিব্যক্ত বাধামুক্ত প্রাণ।
এস চড়ি পতঙ্গের রঙীন পাখায়,
অনিল-দোলায় দুলি, আলোকেতে ভাসি,
এলায়ে রূপালি পাল নীলিম অঞ্চলে,
হে মোর সহজ ধরা ! উদগ্র আলোকে
নয়ন জুড়িয়া তুমি থাকনাক পড়ি,
গলিত সীসক সম নরনারী-বুকে
আঁকি দিতে কৃষ্ণছাপ এক তিল তব

নাহি উন্মাদ প্রয়াস ! শোণিতলোলুপ
শাণিত বন্ধন-পাশ ঘুচাইয়া তাই
নর-আত্মা ছুটি আসে মুক্তির আশ্বাসে
তব পাশে, দারুণ প্রাণান্তকর কত
প্রাণের প্রার্থনা টুটি তারে চেয়ে বসে
যে কভু চায়নি তারে, ছুটে তারি পাশে
যে কভু বসন্তে তায় নিশান্ত-বিদায়ে
পরায়নি ফুলহার, সাজায়নি সাজি
শরতে শেফালি-দলে, হেমন্তেতে তায়
রসস্ফূর্ত্ত মধুবক্ষে বাহু-আলিঙ্গনে
আনেনি টানিয়া; উদাসীন, তাই তার
সর্ব্বজয়ী আকর্ষণ ; প্রয়াসবিহীন,
তাই অপ্রতিম জয় প্রেমের জগতে।
আলিঙ্গনে নাহি বাহু, চুম্বনে অধর,
ধরা দিতে নাহি অঙ্গ, তাই তোমা পাশে
হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সবে।

তটিনী ঝিলাম,

তীরে তোর কতদিন যৌবন-উদ্ভিন্ন
স্বর্ণ-রৌদ্রে ফেটে-পড়া আনন্দ-প্রভাতে
প্রেমস্বপ্ন আঁকিয়াছি, তোর তরঙ্গের

শীর্ষে শীর্ষে নাচি হর্ষে লঘু চিত্তে দেহে
আকুল পাগল-করা কলকণ্ঠ-তানে
বাহিয়া সঙ্কুলগতি গিরি-নদী-পথ,
তীরে তীরে সুকঠিন শিল্যাপট্ট পরে
বুলায়ে কোমল হিয়া, কভু বা পুলকে
চূর্ণে চূর্ণে ফাটি গিয়া লঘুতর রাগে
সলিলে মিলায়ে দিয়ে বরণ-রাঙিমা
সূর্যাকর-কণাটির মত ভেসে গেছি,
অলোক-সম্ভব আলোক-সঙ্গীত-যাত্রা !
হায় ! তোরেও আছিনু ভুলে !
[বিভোর বিহ্বল
মিহির নামিল জলে, পুলক তরল
তরঙ্গে তরঙ্গে গেল বহি দেহে মনে
অন্তর সীমান্ত ছুঁয়ে। বারি-আলিঙ্গনে
তারপর ধীরে ধীরে করিয়া শিথিল
সলিল-নিষিক্ত বাসে তীরে উতরিল
স্বপন-নিলীন আঁখি। সহসা বিস্মিত
উঠিল চমকি যেন, পুলক সস্মিত
আননে নিবিয়া গেল, নিলীন নয়ন
নিমেষে বিস্ফারি এল।]

(চিত্র-উন্মোচন)

কিন্তু সব মিথ্যা ! সত্য শুধু চিত্র এই !
আর কতদিন ? আঁধার আবরি আসে
আঁধারের পিছু, শুধু মাঝখানে হায়
একবিন্দু আলোকের ফাঁক,—যেই রন্ধ্রে
দিগ্বিদিকে ফেটে পড়া আলো-শলাকায়
অমনি সংহরি আনি মুহূর্ত্তেকে সব
তিমিরে নিবিয়া-যাওয়া। এক বিন্দু ফাঁক,
সেই খানে ফোটে ফুল. পাখী গায় গান,
নীলিম অঙ্গন হতে শ্যাম ধরা ব্যাপি
পুলক কাঁপিয়া নাচে, সেইখানে হায়,
সেই একবিন্দু ফাঁকে বিন্দু-আয়ু নিয়ে।

(নিষ্ক্রান্ত)

তৃতীয় দৃশ্য।

(চিত্র দেখিতে দেখিতে তদ্গত ভাবে নির্জন পথে ভ্রমণে নিরত)

মিহির।

চিত্র, চিত্র শুধু ; দিবা নাই, রাত্রি নাই
নাহি আলো অন্ধকার, নাহিক শয়ন,
নাহি পথ নাহি দৃষ্টি, নাহি গিরি বন,

ধরা নাই সৃষ্টি নাই, নাহি-----
———————————ছায়ার গুণ্ঠন
টানা সকলের পরে। আছে——
——— ———————চিত্র এই,
আর সূক্ষ্ম রশ্মিরেখা চিত্রপট হতে
সরল রেখায় আছে সম্মুখে শয়ান,
সূক্ষ্ম কিন্তু মর্ম্মভেদী উজ্জ্বল ভীষণ,
অদৃশ্য মায়ার বলে টানিছে পতঙ্গে,—
জ্বলিছে পুড়িছে অঙ্গ, তবু শক্তি নাই
সেই রেখাঙ্কিত বর্ত্ম হতে এক পদ
বাহিরে ফেলিতে, মায়াচ্যুতি হতে তার
দৃষ্টিরে তুলিয়া নিতে ক্ষণিক পলকে।
নহে শান্ত আনন্দের রসভোগ হেথা,
তেমন এ চিত্র নহে মোর ; তীব্র সুখ,
হেথা তীব্র দুঃখ, জীবন মরণহরা
রক্তলেহী আকর্ষণ ; মুহূর্ত্তেকে ছাড়ি
আঁধার আরাম-শয্যা দীপ-প্রজ্জ্বালন
চিত্র ম্লানতর হলো কিনা দেখি নিতে ;
রসনা-গলানো হেথা আহার রাশির
আসন্ন গ্রাসটি ছুঁড়ে-ফেলে উঠে-পড়া

বিজনের লাগি, হেথা নিদ্রাখাদ্যহীন
ক্ষুধাক্লিষ্ট জাগরণ————————
————————————প্রেমস্বপ্ন নয়
ভীরু প্রেমিক দলের প্রিয়ার হৃদয়ে,
নহে বিম্বাধরে জীবন-কণিকা পান
লম্বিত আদরে, হেথা——————
——————হেথা শুধু চেয়ে-থাকা
শুধু———————————চেয়ে-দেখা
ম্লানতর হলো কিনা !
কত দিন যায়,
তবে একদিন সত্য সত্য কাষ্ঠপটে
চিত্র-রেখা আরো কিছু আসে মিলাইয়া,
সেই দেখা—————————————
সেই দেখা শুধু মোর মধুর আহার !
তারপর অনশনে দীর্ঘ অপেক্ষায়
উন্মত্ত—————————————
কি আনন্দ ! এযে আজ প্রচুর আহার
সজ্জিত হেথায় হেরি ; বর্ণরেখা আজি
ছায়ালীন হয়ে এলো, ~~বল্কল-বসন~~ —
দেহবন্ধচ্যুত হয়ে গেছে ঝরি ঝরি

এই ছায়ামূর্ত্তি হতে ; শারীর চিত্রের
এই ছায়াস্ফুট স্বল্প অবশেষ, সে-ও
ধীরে ধীরে যাবে সরে !
কী হর্ষ, কী সুখ !
ইচ্ছা করে নেচে উঠি।
না না থাক্, আজো
নিঃশেষে যায়নি মুছে। কবেবা মুছিবে !
মন্থর অপেক্ষা আরো ? না না —-
————আজি তবে————
[চিত্র প্রক্ষালনে রত ঝরণার জলে
মিহির উন্মত্ত সম, কতবিধ ছলে
তরুপত্র ছিঁড়ি আনি মাখিছে ফলকে,
কভু বা ঝরণাজল ঝলকে ঝলকে
বহাইছে তারি পরে, গিরিশিলা আনি
ঘর্ষিছে কাঠের পটে, পরাভব মানি
বিফল প্রচেষ্টা শেষে বিস্ময়ে ছাড়িল,
শেষে চিত্রছায়াটুকু তেমনি রহিল
মানব প্রকৃতি'পরে যুগল বিজয়]
——————একি এ বিস্ময়,
গেলনা মুছিয়া ! ম্লান ছায়া সাথে আজ

হনু পরাজিত ! যাক্, অপেক্ষা অপেক্ষা,
ক্লান্তিপূর্ণ মৌন——————————
পাঁচটি পরত স্বচ্ছ এই কাষ্ঠপটে
একের পশ্চাতে আর ; ধীরে একে একে
অন্তরালে টেনে নেয় মায়াচিত্রে এই
ছায়াতে মিলায়ে ধীরে। তবু, তবু যেন
চতুর্থ আড়াল হতে ছায়াদৃষ্টি তার
এখনো চাহিয়া আছে,—মানব-নয়নে ?
নহে নহে কভু নহে ; দৃষ্টি, দৃষ্টি শুধু,
কোথাকার আঁখিহারা শূন্য দৃষ্টি এক
শিকার খুঁজিয়া ফিরে এ মর জগতে ;
পাবেনা, কখনো নয়, চতুর্থ————
——————এখনো একটি বাকি !

(বেগে নিষ্ক্রান্ত)

চতুর্থ দৃশ্য ।

[দিনের উজল আলো লালিম সন্ধ্যায়
লভিল হিরণ জন্ম ; সঙ্গোপনে তায়
কখন প্রকৃতি-রাণী ছাঁকিয়া আনিয়া,
ছাঁকিয়া উদগ্রবর্ণ দিবাদীপ্তি-দাহ,

রঙ্গিম সন্ধ্যার যত বর্ণ-চরমতা,
শুভ্রশান্ত জ্যোছনায় তুলেছে ফুটায়ে,—
আলো-শরীরের সুকুমার সূক্ষ্ম দেহ,
কিরণের কোমল নির্য্যাস!

রুদ্ধ কক্ষে

সারা অপরাহ্ণ সাঁঝ আসীন মিহির
করে ধরি চিত্রপট প্রদীপ-আলোকে,
শব্দ নাই গতি নাই, নাহিক পলক
পেলব পল্লবপুটে আয়ত আঁখির,
স্পন্দহীন দেহ হতে অস্তিত্বের সাড়া
মুছিয়া চোখেতে যেন রয়েছে ফুটিয়া
পূর্ণতম মৌনতায়! উন্মাদ আনন্দে
সহসা লাফায়ে উঠি কাষ্ঠপট নিয়ে
রুদ্ধ দ্বার দিল খুলি, বন্ধ-মুক্ত বায়
হিল্লোল-ফুৎকারে দিল প্রদীপ নিবায়ে,
কক্ষঢালা জ্যোছনাহাসি অম্বর বাহিয়া
নামিল আঁধার গৃহে। নিমেষে মিহির
মেঝেতে নিক্ষেপি দিল কাষ্ঠ-ফলকেরে।]

মিহির। গেছে, মুছে গেছে,
সর্ব্বশেষ ছায়া-আভা ডুবিয়া গিয়াছে

শেষ স্তর-অন্তরালে, ভাসিবে না আর।
চিত্র-রহস্যের সীমা 'পরে বসি আজ
আনন্দ আমার, সচিত্র বন্ধন হতে
অপার উদ্দাম মুক্তি ! হাস গাও, আজ
ডুবে যাও সমুচ্ছল জ্যোৎস্না-সলিলের
আলো-বিগলিত কোলে, চুম বীচিদলে,
লঘুপদে অনিলের চূড়ায় চূড়ায়
পুলকে আকুলি নাচ।
(কাষ্ঠফলক ঘিরিয়া উন্মত্ত নর্ত্তন)
ক্লান্তি, ক্লান্তি এরি মাঝে ? নাচো নাচো নাচো,
হরষে বিভোর নাচো ; ভুলি জন্ম মৃত্যু,
ভুলি আলো-অন্ধকার নাচো নাচো নাচো ;
দেহের সীমানা পারে শেষে জেগে থেকো
এক বিন্দু নৃত্যময় স্পন্দন রূপেতে !
নাচো আরো নাচো, টুটিয়া ভাসিয়া নাচো,
ডুবিয়া মরিয়া নাচো, নাচো, নাচো—

* * * *

(জাগরণ-অনশন-ক্লিষ্ট, কাজেই আশু-অবসন্ন দেহে
অর্দ্ধ-চেতনা-লুপ্ত হইয়া পতন ও কিছুক্ষণ
পরে বিস্মিত হইয়া উত্থান)

ভুলে গেছি,
সব ভুলে গেছি, কি ভুলেছি ? তাও যেন
মনে নাহি মোর ; শুধু শূন্য, সীমাহীন
শূন্যতার মাঝে বক্ষ হাহা করি উঠে !
কিসে যেন ভরি ছিল বুকের গুহাটি,
শিরাতন্তু সাথে ছিল গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে
জড়ায়ে জীবন সম, রক্তের মতন
অটুট অজেয় শক্ত করি রেখেছিল
কঠোর সংগ্রামে। যেন, যেন ছেড়ে গেছে,
আশ্রয়-দণ্ডটি যেন নিখিল শূন্যেতে
রাখি নিম্ন হতে সহসা সরিয়ে গেছে !
অতলে তলিয়ে যাব, কিসে কিসে আর
আপনারে রাখিব ধরিয়া ?——
কোথা, গেল কোথা ?
কোথায় লুকাল গিয়ে চোখের পলকে ?
কোথা শেষ হয়ে গেছে যাত্রা আনন্দের,
কোথা কোন্ পথকোণে, যেথা পুন নব
যাত্রা আরম্ভিতে হবে ? ছিন্ন সূত্র ধরি
কোথা হতে পুন গেঁথে যেতে হবে ফুল ?
থেমে যাওয়া গানে

কোন্ পদে হইবে ধরিতে? ভুলে গেছি,
ভুলে গেছি, হায়! এক নিমেষের ভুল,
জীবন তাহার ফলে হেথা হোথা ঘুরে
বিফল ভ্রমণে, দিন গুলি ঝরে পড়ে
মলিন ধূলায়, হায়! অসমাপ্ত গান
গগনে কাঁদিয়া ফিরে। কোথা, গেল কোথা?
নিখিলে আমার লাগি আছে প্রাণভরা
গোপন আশ্রয় সেই? এই বৃক্ষোদ্যানে?
তারাঙ্কিত নভোপটে? পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায়?
শ্বেত হর্ম্ম্যে, কিম্বা এই কঠিন মর্ম্মরে?
নহে নহে কভু নহে; শূন্য, শূন্য সব,
বুদ্বুদের মত ফাঁকা, ফুৎকারে মিলাবে;
স্পর্শ কর, গলি গলি যাবে;—হাতে কিছু
ঠেকিবে না এর, কিচ্ছু নয়! এরা দিবে
আশ্রয় আমায়? আর পারিনা নিজেরে
ধরিয়া রাখিতে শূন্যে, যাই ডুবে যাই,
—ডুবে যাই—কোথা, কোথা ওগো
আনন্দ-আলম্ব সেই?

(মেঝেতে পতন ও যেমনি কাষ্ঠপট হাতে ঠেকিল
অমনি তাহা লইয়া উত্থান)

এইত পেয়েছি এই, অ'রাম আরাম !
চক্ষু বুজে আসে যেন. বক্ষ-শূন্য হের
মুহূর্ত্তেকে উঠিল পূরিয়া !—এ কি ! এ কি !
চিত্র গেল কোথা ? মুছে গেছে, মুছে গেছে ?
ছায়ারেখাটুকু হায় চিত্রিত কায়ার,
তাও মুছে গেছে ? নহে নহে, অসম্ভব !
কি নিয়ে পরাণ রবে ? দেখি দেখি—
———শূন্য———পরিষ্কার শূন্য ?
হায় হায় ! কি হলো এ ! রহস্যের সীমা—

(এক হাতে চিত্রপট ধরিয়া এক অপার্থিব অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে অন্য হাতে সজোরে ঘন ঘন কেশাকর্ষণ; দুর্ব্বল হস্ত হইতে কাষ্ঠখণ্ড ভূমিতে খসিয়া পড়িল ; দুই হাতে কেশ আকর্ষণ করিতে করিতে চিত্রোপরি পতন, গুমরি-ক্রন্দন ও অর্দ্ধ মূর্চ্ছা ।)

* * * *

(শূন্যে গান)

ফুটেছিল তারা স্বপনের পারা
নিবিড় নিশীথ-লগনে,
মরত লাগিয়া আসিল খসিয়া
চিরিয়া তিমির গগনে ।

ধরণীর বায়   সহিল না হায়
　　নন্দন-বন-ফুলেরে,
মায়াকর-রেখা   যায়নাকো দেখা
　　কোমল পাপ্‌ড়ি-মূলে রে ;—
কণ্টক বনে   পঙ্কভূষণে
　　অম্বরতারা-ছায়াটি
ধরণী-কুসুমে   লভিলগো ভূমে
　　নবীন জন্ম-কায়াটি ;
মলামাটি দিয়ে   সুধাবিষ নিয়ে
　　বাহিরে রাঙা বরণে,
বাষ্প-জ্যোতিরে   পাঠায়ে এ তীরে
　　জমাট গন্ধ-মরণে,
আয়ু-রেখা স্থির   মুছিয়ে অচির
　　জীবন-বৃন্ত-ধৃতিতে,
নভোতারা হায়   ধরা-ফুলে ভায়
　　ম্লানিমা-রুদ্ধ স্মৃতিতে !
না চাহি নয়ানে   চাহিলে পরাণে
　　তবুও বন্ধ টুটিয়া
ফুল সে নিমেষে   উড়ে যাবে হেসে
　　তারা হয়ে রবে ফুটিয়া।

*   *   *   *

(মিহির স্বপ্নোত্থিত সম সহসা জাগিয়া উঠিল)

মিহির।

কি আশ্চর্য্য রূপসী এ দেখিনু স্বপনে !
কনক-জড়িত অনিন্দ্য কনক কান্তি
বক্ষ-মূলে যেন মোর বহ্নির রেখায়
চিহ্নিত হইয়া গেছে ! কর্ণে চারু ভূষা,
স্বর্ণ ললাটিকা ভালে, গলে কণ্ঠহার
কুণ্ঠিত শোভিছে যেন বক্ষকান্তি 'পরে,
করেতে কঙ্কণ যেন সন্ধ্যাসূর্য্য-রেখা ;
হিরণ-রসনা যেন মূর্চ্ছিত আদরে
বেঠি আছে নীবিবন্ধ ; চরণ-কম্পনে
রণন-গুঞ্জন সেই স্বর্ণ নুপুরের
এখনো বুকেতে বাজে প্রতিধ্বনিময়
চির পরাণ-স্পন্দনে ; নীল শাটিখানি
দেহের বরণে গেছে সোনায় গলিয়া
পুলক-বিহ্বল চিতে ! সবি অনুভব
নিগূঢ় করিছি মনে, যেন স্বপ্ন নয়,
এক জোড়া আঁখি-পাখী উড়িছে মানসে,
স্বপ্ন নয় ;——বাহুবন্ধ জড়াইছে

গোপন হিয়ায়, কভু, কভু স্বপ্ন নয় ;
পীণ বক্ষ তার মরণ-শয়নে টানে
গূঢ় আকর্ষণে, স্বপ্ন নয় ! যেন এই
বাস্তব চিত্রের ছাপ বুকে বিঁধে গেছে,
যেন——

(সহসা ভূমি হইতে চিত্রপট কুড়াইয়া লইয়া বিস্মিত আনন্দে চীৎকার করতঃ)

এই ত অঙ্কিত পটে স্বপন-মূরতি
সমুজ্জ্বল রেখাঙ্কনে ! অঙ্গে অঙ্গে সেই
তরঙ্গিত যৌবনের লহরী লীলায়
টুটিয়া ফাটিয়া ফুটে, সেই প্রসাধন
সর্ব্ব দেহে দহে, সেই গৌরবের লেখা
কমল-সৌরভ সম মাখান ললাটে,
সেই দিব্য দীপ্ত কান্তি, রেখা-ওষ্ঠপুটে
প্রতিষ্ঠিত গর্ব্বচিহ্ন ! নিলীন নিদ্রায়
বক্ষলীন ছবি হতে ছাপ সুগভীর
অঙ্কিত হয়েছে বুকে, স্বপ্ন নয় ! এ যে—
হোকনা দুরধিগম্য—তবু মোর কাছে
পরিস্ফুট বস্তু-সত্য ! আমি এরে চাই,
শুধুই এরেই চাই সবার উপরে,

সবায় হারায়ে কিম্বা ডুবায়ে সলিলে,
অম্বরে বাড়ায়ে বাহু শিশু জ্ঞানন্ধর
ক্ষুদ্র খেলনারে ফেলে ঊর্দ্ধে চাহে যথা
কিরণের মায়ালি কার্ম্মুকে ! ক্ষিপ্ত নই,
আনিব পাড়িয়া তায় !

(চিত্রকে ঘন ঘন চুম্বন ও আলিঙ্গন দান এবং দুর্ব্বল দেহের পক্ষে অসামান্য বেগে ম্লায়মান জ্যোৎস্না-নিশীথে চিত্রহস্তে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত ।)

তৃতীয় অঙ্ক।

(গান্ধার)

প্রথম দৃশ্য।

কাল—সন্ধ্যা।

(পথপার্শ্বে এক বৃক্ষতলে ধূলামলিন বেশে

মিহির উপবিষ্ট।)

মিহির। কায়া ধরি একদিন দিতে হবে ধরা,
নিখিল ছাঁকিয়া আমি করিব বাহির
মানব-মূর্ত্তিরে তোর, ওরে চিত্রপট !
কাননে কান্তারে শৈলে ভূগর্ভে গহনে
লোক লোকান্তর ভ্রমি বাঁধিয়া ফেলিব
প্রমূর্ত্ত বন্ধনে তোরে ! কিন্তু যদি কভু
তাহারে নাহিক পাই ! তবে একদিন
এমনি বসিব এক ম্লান সন্ধ্যাবেলা
এমনি বৃক্ষের তলে অজ্ঞাত বিদেশে,
আর, আর চিত্রপট, ছিন্ন করি এই
বর্ণাঙ্কিত চিত্রদেহ নারীকায়া তোর
নখেতে উপাড়ি তুলি আনিব বাহিরে,—

রক্ত-আনন্দের পরে সুন্দরের নাচ
হইবে তখন !
(নিস্তব্ধ) আজ আজ হেথা মোর
(বৃক্ষতলে শুষ্ক পত্রপুষ্প 'পরে শুইয়া পড়িয়া)
বক্ষলগ্ন প্রিয়া সাথে মিলন-বাসর !
পর্ণমেলা মেলে দিছে শয়ন মধুর ;
তরু দেছে ফুলসাজ ; আরাম বিলায়ে
সমীর ফিরিছে ফুঁকি, ছিটায়ে আতর
তিতায়ে যুগলতনু সরস পরশে ;
সন্ধ্যা দিছে জ্বালাইয়া দীপ্ত দীপখানি
বাসর-পশ্চিমকোণে
(দূরে নারীকণ্ঠ শ্রবন)
এখনো সখীরা
প্রিয়ার মিলনকামী বরটির কানে
ফুকারে কৌতুক-কথা, ধীরে কলকণ্ঠ
মিলাইয়া যাবে দূরে, দীপটি নিবিবে,
বাসর শ-য়ন আঁ—ধা ——
(নিদ্রাবেশে কণ্ঠ জড়াইয়া গেল এবং নয়ন-পল্লব মুদিত হইয়া আসিল। দুটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া যুবতী রমণীর প্রবেশ।)

প্রথমা। আমাদের রাজকন্যা, সত্য দিদি মোরে
রহস্যের মত ঠেকে ;—কত ধর্ম্মকথা,
শাস্ত্রপাঠ ব্রহ্মচর্য্য সংযম পীড়ন,
বুদ্বুদের মত যেন স্ফীত শূন্যগর্ভ
বুদ্ধির বাতাসে ভরা প্রাণতন্তহীন,
বিলাসের ঝড়ে এবে অন্তিম—

দ্বিতীয়া। যা যা কি জানিস্
অরুণার মন তুই ! ক্ষুদ্র মুখে তোর
প্রাংশু-জনোচিত বাণী কে চায় শুনিতে !
অরুণার জন্মক্ষণে দিব্যদর্শী সাধু,
জড়তা-বন্ধন মাঝে অন্তরে অন্তরে
চির-বৈরাগিণী হবে যায়নিকি তায়
বলিয়া আপনা হতে ? নেয়নিকি তার
চালনার ভার ধর্ম্মপ্রাণ রাজা হতে,
জ্বালায়নি পুণ্যদীপ মুক্তি-মন্দিরের
শ্রেষ্ঠমার্গ গৃহকোণে ? এ কি লজ্জা !
অকল্যান আনে কূলে দায়িত্ববিহীন
হেন হীন বাণী, বোন ! রুধে রাখ রূঢ়
এ মুখর রসনারে !

প্রথমা। ক্ষমহ নন্দিতা দিদি,

না জানি দিয়েছি ব্যথা নিন্দি অরুণারে,
তোমরা দুজনে সখী গেছিনু ভুলিয়া।
এখন যাবেনা গৃহে ? আমি যাই তবে।

(প্রথমা নিষ্ক্রান্তা)

নন্দিতা। (শায়িত মিহিরকে লক্ষ্য করিয়া)
কে এ ভূতল-শয়নে ? রুক্ষ কেশবাস,
মলিনিমা-মাখা দেহ, তবু, তবু যেন
ভস্ম-আবরণ ভেদি ফুটে রূপবহ্নি
সর্ব্ব অঙ্গে তার। হায়, ইচ্ছা হয় মোর
অঞ্চলে মুছায়ে দিই সুকুমার দেহ,
সিক্ত কেশপাশে দিই ধুয়ে পদযুগ,
হৃদয়ের স্নেহ লেপি প্রসাধন করি
সর্ব্বাঙ্গে ইহার। এ কি ! চিত্র কি কাহারো ?
বুঝিবা প্রিয়ার তার, প্রবাসী বিরহী
বুকে ধরি জুড়াইছে হিয়া। পরাণ আমার
লুটাইছে তব সাথে ভূতল-শয়নে,
অশ্রু ভরি উঠে হায় ব্যথায় তোমার.
হায় রে বিরহী পান্থ ! তোরো তরে কাঁদি
স্বামীবিরহিণী ওলো বোনটি আমার,
স্মৃতি-আঁকা শূন্য তোর বাসর-শয়নে

কেমনে বা কাটে দিন তাই ভাবি মনে !
স্বামীর বিরহ মাখা মুখানি তোমার
দেখি প্রিয় বোন মোর !

[এড়াইয়া মিহিরের বাহুর বেঠন
দেখিল চিত্রটি তুলি, বিস্ময়ে সহসা
বিস্ফারিয়া এল আঁখি, চিত্র খসি গেল,
নির্ব্বাক নন্দিতা সুপ্ত মিহিরের পানে
দুঃসহ বিস্ময়ে রল অবাক চাহিয়া।
শেষে ধীরে অচঞ্চল পাষাণ-মুরতি
ঘুরিয়া নড়িয়া দ্রুত চলি গেল পথে।]

মিহির। (জাগিয়া উঠিয়া ভীত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া)
বটে, বক্ষশিরা ধরি মোর আকর্ষণ !
প্রিয়া সাথে মোর চেষ্টা বিচ্ছেদের, শত্রু,
শত্রু সব চারিদিকে !

(বৃক্ষে আরোহণের চেষ্টা)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(রাজকন্যা অরুণার কক্ষ)

অরুণা। সখি, যেন এক নব পৃষ্ঠা গেছে খুলে
জীবনের গ্রন্থে মোর, পুরাতন যেন

মায়াচিত্র

মায়ার মণ্ডল তলে ছায়াটির মত
যাইছে মিলায় দূরে। সখি, কতদিন
আক্ষেপ করেছ তুমি,—কনকভূষণে
দেহে গৃহ-সজ্জা সাথে মরতের সুখে
কেন নেইনি বরিয়া মনে, কেন ধীরে
অন্তর-তপস্যাজাল দিই না ঘুচায়ে।
আজ সখি মনে হয় সব বাধা গেছে,
শুষ্ক বল্লরীর বন্ধ গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে
টুটি গেছে হিয়া হতে ; ফাঁকা ধর্ম্মচর্চ্চা
ছায়ালীন হয়ে গেছে অন্তর সীমান্তে,
গিয়াছে হৃদয়-ভার। সবি যেন ছিল
এই তব বার্ত্তাটির মৌন অপেক্ষায়
বিদায়ের লাগি, আঁধারের চাপ যথা
ধরণীর বুকে থাকে অরুণে চাহিয়া।
পরাণ আমার সখি পুলকের রসে
উঠিছে পূরিয়া ~~আজ।~~ কি বলেছ সখি,
বল না আবার শুনি,—সুন্দর সে তনু
পর্ণের শয়নে শুয়ে, অনশনে হায়
লাবণ্যললামহীন, মলিন বসন,
কুন্তল সে কান্তিহীন জটার মতন,

আর আর চিত্র মোর——————

বল না আবার সখি। আচ্ছা সখি বল,

ঠিক এই মত ? এই ভূষা-সজ্জা মোর

যেখানে যা আছে তেম্নি আঁকা চিত্রে তার ?

আর এই কক্ষ মোর ? অজানা পথিক্

কেমনে লভিল এই আলেখ্য আমার ?

বল তার কথা।

নন্দিতা। কি বলিছ সখি মোরে, যোগ্য নহে তব

হেন বাণী, শ্রেষ্ঠতর আপনারে তুমি

খণ্ডিত করিছ সখি এ হেন বচনে ;

জান তুমি জান মনে, ধরণীর শত

মূঢ় রাজকন্যাদল সম নহ তুমি,

নহ ঝরা পাতা বায়ে বায়ে উড়ে যেতে

অকূলে বিফলে। তুমি মোর ফোটা ফুল,

বৃন্তবন্ধ ধরি আছ ফলেরে অপেখি,

যে ভূমে ঝরিবে তুমি ধন্য হবে তাহা

নবীন জীবনে নব পর্ণ-পুষ্পদলে।

অরুণা। নূতন বচন শুনি আজি মুখে তব,

করুণ মিনতিগুলি এতদিন তব

তবে অর্থহীন ছিল ? না সখি বল না

সন্ধ্যাবেলাকার কথা !

নন্দিতা। সে 'সখী নন্দিতা' যে তোমারে চেয়েছিল
সংসারের সুখে দুখে ভাল মন্দ মাঝে
ভালবাসা দিতে আর পেতে প্রতিদান,
আমি চাই নাই। এ 'ভক্ত নন্দিতা' আজ
আনন্দে যাচিয়া লয় করুণার কণা,
পূজাপুষ্পে ভরি সাজি ঊর্দ্ধে ধরণীর
বরণ করিতে চায় দেবীরে তাহার।

অরুণা। না না চাহিনাক পাষাণ-হৃদয় নিয়ে
একা শুধু দেবী হতে মর্ম্মর-মন্দিরে
চ্যুতিত্রুটিহীন ভালবাসা-সখ্য-শূন্য।
কেন ভুলে যাও সখি, আমি সখী তব,
শুধু সখী, ধরণীর মলামাটি নিয়ে
নিতান্ত ঘরের লোক। আনিওনা আর
হেন বাক্য মুখে তব। চল সখি দোঁহে
গোপনে দেখিয়া আসি সেই বৃক্ষতল,
পথপ্রান্তে সে তরুণ পান্থ যদি থাকে,
রাজগেহে আছে দেহ রাখিবার স্থান।
চল চল, হাতে নাও ম্লান দীপ এক,
গোপনে যাইতে হবে। নিস্পন্দ দাঁড়ায়ে

কি ভাবিছ মনে ? দেবী তব রত আজি
দেবীর অযোগ্য কাজে ? সহেনা বিলম্ব,
দীপ নিয়ে শীঘ্র চল।

(অরুণার ও দীপহস্তে নন্দিতার গোপনে গৃহ হইতে বহির্গমন)

—•—

তৃতীয় দৃশ্য।

(পথপার্শ্বে)

নন্দিতা। এই সখি তরু সেই, এরি তলে—
কোথা নাহি পান্থ হেথা !

অরুণা। নাহি পান্থ হেথা ? নাহি ! শূন্য বৃক্ষতল !
পথিক আমার, চলে গেলে, গেলে তুমি !
বিদায়ের বেলা হায় দেখিলে না মোরে !
মোদের হলোনা হায় বাণী-বিনিময় !
আসিলে চলিয়া গেলে বিজলীর মত
রাখিয়া রেখাটি হায় আঁধারের বুকে
সুচির-গোপন ? না না সখি, বল বল
কোথা কোন্ স্থানে ছিল পথিক আমার,
দেছিল এলায়ে কোথা ক্ষীণ তনুভার

কোথা কোন্——————এই ত এই ত !
এইখানে রেখেছিল দেহটি তাহার,
সুচারু চিহ্নটি শুধু রেখে গেছে হের
শুষ্ক তরুপত্র-কোলে ; তরুণ পথিক
হেথা বুঝি থুয়েছিল চরণ দুখানি,
হেথা হেথা বক্ষ তার স্পন্দন-আকুল
মোরি চিত্র-আলিঙ্গনে প্রেমক্লান্তিভরে
কাঁপিয়া ঘুমায়েছিল ; আর আর এই,
এইখানে হায় প্রেমজাগরণ-ম্লান
মুখানি তাহার সুরভি-নিশ্বাস-বায়
ফেলেছিল পর্ণপরে ! হে পান্থ নবীন !
(বৃক্ষতলে মিহিরের শরীর-চিহ্নের উপর শয়ন)
হে পান্থ আমার ! প্রেমের অতিথি মোর
অন্তর-দুয়ারে !

নন্দিতা। (বিস্ময়-সূচক ধ্বনি প্রকাশ করতঃ
ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া)
দেখ সখি দেখ দেখ
সমুচ্চ শাখায় সেই পান্থ বসে আছে,—
কিছু নাহি যায় দেখা, শুধু, শুধু হের
এক জোড়া দৃষ্টি যেন চির ক্ষুধাবশে

চাহি আছে তোমা পানে, যেন পাইয়াছে
আনন্দের ভোজ তার।

অরুণা। (লাফাইয়া উঠিয়া)
প্রিয়তম, প্রিয়তম! এই দৃষ্টি দিয়ে
হরে লও আমার আমারে, ছেয়ে ফেল
অন্তর বাহির মোর, লুপ্ত করে দাও
দ্যুলোক ভূলোক।
সখি সখি কি উপায়; বাহ্যজ্ঞানহীন
হের প্রিয়ের আমার, কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি
স্তব্ধ, স্তব্ধ হয়ে গেছে—শুধু, শুধু চোখে
সারা সত্তা দিয়ে চেয়ে মোর পানে;
সখি সখি হের হের মুষ্টিবন্ধ ধীরে
শিথিল হইয়া আসে তরুশাখা হতে,
চরণ খসিয়া যায়, আর বুঝি,—
বুঝি শেষ হলো সব, উচ্চ শাখা হতে—
কি হবে, কি হবে সখি? এস এস প্রিয়তম!
এস বক্ষে মোর, মরণ-শয়ন হেথা—

(দুই বাহু বাড়াইয়া পতিত মিহিরকে ধারণ-চেষ্টা:
কিন্তু কঠিন ভূমিতলে উভয়ের পতন
ও সংজ্ঞাহীনতা।)

চতুর্থ দৃশ্য।

(অরুণার কক্ষ)

অরুণা। (উঠিয়া পড়িয়া) ছাড়, ছেড়ে দাও সখি !

নন্দিতা। শুন সখি মোর,

একটুকু বসো হেথা, বসো স্থির হয়ে ;
যে মাগে মঙ্গল তব প্রিয়ের তোমার
আপন পরাণ দিয়ে, শুনিবে না তারে,
সেই চির-সঙ্গিনীরে ?

অরুণা। (বসিয়া) আচ্ছা বল !

নন্দিতা। গোপনে রেখেছি তায় রাজগেহ হতে
দূরে উদ্যান-বাটিকা-কোণে, বিজ্ঞ বৈদ্য
বিজনে সেবায় রত। কয় দিন মাঝে
খুলে নাই আঁখি-কোণ, মত্ত চিত্ত-বেগে
প্রলাপ-আলাপ নিত্য। আজ শান্ত কিছু—
চোখ চেয়ে থাকে তোমার দরশ আশে,
অন্ধ অন্য সবা 'পরে ; মুখ সে শুধুই
'কোথা সে' 'কোথা সে' বলি ফুকারিয়া ফুটে
অন্য বাণীহীন, আর————

অরুণা। (বেগে উঠিয়া পড়িয়া)

আমার পরাণ প্রিয়, স্বরগ আমার,
চির-কামনার মোর কাঙ্ক্ষিত অমরা!
আমার সুন্দর পাপ!
রুদ্ধ হৃদয়ের মোর——————
না না সখি ছাড়, ছাড় মোরে, কিছু
শুনিব না আমি আর।
(শান্ত করুণ স্বরে) হৃদয়ের রাজা,
তোমার মুখানি 'পরে রাখিব বয়ান,
মুখর বাণীরে তব চুম্বন-গ্রন্থনে
মরণে গাঁথিয়া দিব, নয়ানে দিব হে
মদালসভরা এক মধু নিলীনতা,
তৃষাদীর্ণ বুকে দিব অমিয়ার খনি
প্রাচুর্য্যে ফাটিয়া-পড়া! সখা, সখা মোর!
ছাড়. ছাড় বলি পুন, ছেড়ে দাও মোরে।

নন্দিতা। (মেঝেতে বসিয়া অরুণার পা জড়াইয়া ধরিয়া)
সখি, অকল্যাণ তব,
অমঙ্গল প্রিয়ের তোমার; রাজগেহে
হবে জানাজানি, কীর্ত্তিত হইবে দেশে
নরনারী-মুখে-মুখে কুৎসিৎ কুৎসায়।—
সর্ব্বোপরি প্রিয় তব দুর্ব্বল এখনো,

তব দরশন-বেগ পারিবে না সহিতে সে.
বৈদ্যের আদেশ নাই——

অরুণা। কে সে বৈদ্য ? মূর্খ, রাজ-তনয়ার 'পরে
চালায় আদেশ ! কিছু শুনিব না আমি,
কুৎসা সে ফিরুক্ ফুটি ফেরুপাল-মুখে
গোপনে, কে ডরে তায় ! যাও, ছাড় মোরে,
রাজার দুহিতা আমি, আদেশ আমার
ছাড়. ছেড়ে যাও মোরে।

(অরুণা জোর করিয়া পা ছিনাইয়া লইল। সুপ্তা ফণিনীর
মত নন্দিতা জাগিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল)

নন্দিতা। ছাড়িব না তোমা, কভু নহে ; হওনাক
ক্ষুদ্র রাজকন্যা, অম্বর-সাগর-বেড়া
কিম্বা রাণী ধরণীর, তোমা 'পরে
অসামান্য অধিকার মোর, অধিকার
সখিত্ব প্রেমের,বাল্যকৈশোরের সেই
গ্রন্থিবদ্ধ জীবনের; নিভৃতে দোঁহার
প্রাণ-বিনিময়ে, কত রজনী ঊষার
শয়নে ভ্রমণে, সুগোপন সুখে দুখে !
রাজকন্যা তুমি ? তুমি ক্ষিপ্তা উন্মাদিনী,
অজ্ঞান আনন্দে চাহ নিজ হাতে মুড়ে

বধিবারে প্রিয়জনে। নন্দিতা তোমার
ছেড়ে যাবে তোমা? ছেড়ে যাবে যবে তব
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন? যখন তোমার
প্রিয়তম মৃত্যুন্মুখ, সম্মান ধরম
পলায়ন লাগি আছে দ্বার পানে চাহি?
হেন মূর্খ নহি আমি! কোথা যাবে তুমি?
স্থির হয়ে বসো হেথা, আদেশ আমার।

অরুণা। নন্দিতা, নন্দিতা! প্রিয় সখি মোর!
(শয়নের উপর লুটাইয়া ক্রন্দন)

নন্দিতা। (দূরে সরিয়া আসিয়া স্বগত)
কেঁদে নিক কিছু ক্ষণ, ক্রন্দনে তাহার
এ অদ্ভূত উন্মাদনা আসিবে কমিয়া।
কি আশ্চর্য্য! হেন দশা সখীর আমার
স্বপ্ন-অগোচর ছিল; শান্ত চিরদিন
বনান্ত বেলায় লীন তটিনীর মত,
কেমনে হইল ক্ষুব্ধ! হায় সখি মোর,
কি তুফান বয়ে যায় পরাণে আমার,
জানিস্ না তুই!—সখী, দেবী তুমি
এখনো অন্তরে মোর, তবু শিখিবার
আছে কিছু মোর কাছে,—কেমনে অশান্ত

তুফানে রুধিতে হয় শান্তির আড়ালে।—
শান্তি এ ক্ষণিক তার, আবার বহিবে
প্রলয় বিশ্রাম-লব্ধ দ্বিগুণ বেগেতে,
কেমনে বা নিবারিব তায়!—
পরিচয়হীন, তবু উচ্চকুলজাত,
সন্দেহ নাহিক তায়। প্রলাপের যদি
অর্থ কোনো থাকে তবে মনে হয় মোর
রাজপুত্র হবে কোনো। জিজ্ঞাসিলে কিছু
না দেয় উত্তর, কোনো দৃশ্য যেন তার
মন-পটে ফেলেনাক ম্লানতম ছায়া,
বাক্য নাহি পশে কানে, এক সূক্ষ্ম স্থির
ধারা বাহি চলে চিত্ত-স্রোত! এ অদ্ভুত,
অতি-মানবীয়, তবু চিত্ত কভু নহে
দৃঢ়তার ভিত্তিহীন। কাম্য ধন সাথে
উগ্র কামনার যবে হইবে উদ্বাহ
উদগ্র সে যাবে খসি, চির দিবসের
সুখদুঃখময় নর থাকিবে পড়িয়া।—
আর আর দুর্ভাগিনী নন্দিতা আজিকে
এই আত্ম-প্রত্যাখ্যানে তোর মর্ম্মান্তিক
আত্মার পরীক্ষা; ছিঁড়ে যায় প্রাণতন্তু,

সুকঠিন, তাই আজ অন্তিম নিশ্বাসে
সাধনা তাহার। গোপনে সাধিতে হবে,
শুভ ফলে সবে আনন্দ বাটিয়া লবে,
মন্দ থাক্ শুধু নন্দিতার লাগি! আর
যদি অরুণার———ভগবন!
আমার কর্ম্মের লাগি দায়ী শুধু আমি,
দিতে হয় দিও তবে স্বস্তিশান্তিহীন
মোরেই অনন্ত শাস্তি।

পঞ্চম দৃশ্য।

[বনপ্রান্তে নিভৃত কুটীর, অন্ধকারে
দিগ্বিদিক ভরা, শুধু ম্লান দীপ এক
জ্বলিছে গৃহের কোণে; মিহির অরুণা
সমাসীন বরকন্যাবেশে; লিঙ্গমূর্ত্তি
মহাদেব স্থাপিত সম্মুখে, লুপ্ত অঙ্গ
ফুল-বিল্বপর্ণে চন্দন-সিন্দূর রাঙা;
পুরোহিত মন্ত্র পড়ে, নন্দিতা নীরবে
দাঁড়ায়ে নিষণ্ণ মৌন।

যন্ত্রের মতন
মিহির উচ্চারে মন্ত্র, কিন্তু আঁখি দুটি

আয়ত উজ্জ্বল, তনু স্ত-শির ধরি
যুগল কমল ফুটিয়া তপন পানে
পলকবিহীন। সহসা কি হলো মনে,
বক্ষধৃত চিত্রপট আনিল খুলিয়া,
নিক্ষেপিল ভূমি'পরে প্রয়োজনহীন
মনে করি যেন, যেন বহু দিবসের
সঞ্চিত ভারের মত।————

*   *   *   *

প্রশান্ত মিহির!
উগ্র দৃষ্টি আঁখি-কোণে সলাজ নিলীন,
আনত ভূমিতে শির! মুহূর্ত্তের লাগি
তরুণ বরের মত অধরের কোণে
ফুটিল সলাজ হাসি; মুহূর্ত্তের লাগি
নন্দিতার হৃদি হতে নেমে গেল ভার,
ভরিল আনন্দে হিয়া, অরুণার মন
দূরাগত স্মৃতি নিয়ে উঠিল কাঁপিয়া;
—মুহূর্ত্তের মাঝে সব!
এ কি! কার এ মূরতি
ফুটিল কাঠের পটে? শৈলনিবাসিনী
সন্ন্যাসিনী সেই? মিহির লাফায়ে উঠি

কুড়াইল চিত্রপট, নিমেষে সর্ব্বাঙ্গে
আরণ্যক বিভীষিকা আসিল ফিরিয়া ;—
চিত্রটি ধরিল বুকে, দীর্ঘ পাদক্ষেপে
কুটীর ছাড়িয়া এল ; তার পর বনে
নিলীন আঁধারে গেল নিমেষে মিলায়ে।
—অসমাপ্ত উদ্বাহের ক্রিয়া, অরুণা সে
দুঃসহ বিস্ময়ে মূক, নন্দিতা সে দুখে
ক্রোধে স্তব্ধ ম্রিয়মাণ, ভূত-কাণ্ড-ভয়ে
ভীত পুরোহিত !]

নন্দিতা। কোথা যাবে ? অদূরেতে আছে অনুচর,
পাঠাইব দিকে দিকে, তন্ন তন্ন করি
বন হতে আনিবে ধরিয়া—যাই—

অরুণা। সখি ! নাহি প্রয়োজন।

নন্দিতা। মূঢ়ে কি বলিছ তুমি, এক নিমেষের
এই অসমাপ্ত কাজে সারাটা জীবন
মরিবে যে কাঁদি তুমি, প্রতি বিন্দু তার
অনলের কণা সম দহিবে আমায় !
হায় ! সখি মোর আমারি লাগিয়া তব—
না না ছাড়, ত্বরিত উদ্যম এবে ;
নয়, ব্যর্থ অনুতাপে বিফল জীবন,

ছাড়, ছেড়ে দাও।

অরুণা। না না কভু নয়, উন্মাদিনী তুমি সখি !
কি ফল আনিয়া তায় ! সখি, নিমেষের
প্রাচুর্য্য-উচ্ছ্বাসে তরু বসন্ত-সন্ধ্যায়
মুকুলে ভরিয়া উঠে, নিমেষের ঝড়ে
মলিন রিক্ততা তার অনুতাপ সম
শাখে শাখে ঘিরে আসে ; ঝড়ে যে বা আসে
ঝড়ে সে মিলায় পুন।

নন্দিতা। বুঝি না তোমার কিছু, বিলম্বে সকল
পণ্ড হয়ে যাবে, ছাড়, ছেড়ে দাও মোরে !

অরুণা। উন্মুখ পাপের 'পরে, হে মোর দেবতা,
উদ্যত রাখিও বজ্র অমোঘ কঠিন
এমনি সকল-দহা ; দিবস যখন
নিশীথে ঘনায়ে আসে আলো-স্মৃতি-ঘায়ে
বারে বারে জাগাইও তারে মিলনের
আলোক-বাসরে তব। সখি, চল সখি,
গৃহে চল হেথা হতে ; অন্বেষণ তার
বনে কিম্বা মনে আজ সমূহ নিষ্ফল ;
আঁধার ছেয়েছে হের ঘিরি চারিধার
অন্তরে বাহিরে, যদিও নিকটতম

নয়ন দেখে না তবু প্রিয়তম জনে !
আলোক-সাধনা সখি আজ হতে মোর ;
দুর্নিবার তম-দ্রোহ নিঃশেষে যখন
ফুরাবে হৃদয় হতে আপনি সে আসি
লইবে খুঁজিয়া, সখি, আজ গৃহে চল ।

(নন্দিতাকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

(কাশ্মীর ও সিতাচল)

প্রথম দৃশ্য।

(কাশ্মীর রাজ-অন্তঃপুর।)

(রাজা শঙ্খচূড় ও রাণী অধীতা ম্লানমুখে আসীন)

(অতর্কিত ভাবে মিহিরের প্রবেশ।)

রাণী। (বিস্ময়সূচক ধ্বনি করিয়া)

কে মিহির? হায় হায়! বাছনি আমার,
এলে কি ফিরিয়া তবে!

(আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণ করিয়া)

তোর লাগি বাছা
উৎকণ্ঠিত রাজ-পরিবার, মাতৃহিয়া
অমঙ্গল-আশঙ্কায় ব্যথিত সদাই,
পিতার রাজত্ব-চিন্তা ঘুচে গেছে, আর
তোর কি এমনি করি গুপ্ত নিরুদ্দেশে
ঘুরিয়া ফিরিতে হয়! হায় কালিমায়
অঙ্গ ছেয়ে গেছে ছিন্ন ধূসর বসন,
পরাণ-পুত্তলি মোর!

মিহির। (মাতা ও পিতাকে প্রণাম করিয়া)

মা আমার, পিতৃদেব, ক্ষমা কর আজ
এ অবোধ সন্তানেরে, ক্ষমা কর তার
সর্ব্ব অপরাধ!

রাজা। বৎস!

(অষ্টমবর্ষীয়া তামালীর প্রবেশ)

তমালী। (বিস্ময়ে)

দাদা দাদা————

(মিহিরের দিকে অগ্রসর হইয়া কি ভাবিয়া আবার থমকিয়া দাঁড়াইল, মুখের কথা থামিয়া গেল)

মিহির। তমাল আমার, আজো ভয় লাগে মোরে?
দাদারে করিবি ঘৃণা আজো বোন মোর?

(মিহিরের গণ্ড বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল)

না দিদি, দাদাটি তোর নূতন জনম
পেয়েছে যে আজ, শিখেছে কেমনে হায়
তোর মত বোনে আদর করিতে হয়!
তমাল আয়লো কোলে।

(তমাল অগ্রসর হইয়া দাদার কোলে উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল; মিহির তাহাকে বুকে ধরিয়া তাহার

কচি মুখে চুম্বন করিল এবং নিজেও কাঁদিতে লাগিল ; তাহাদের ক্রন্দনে রাজারাণী অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।)

মিহির। আমারে ভুলিয়া ছিলি ?

তমালী। তুমি মিথ্যা বল,
সেদিন নিলীনা মোরে মেরেছিল, আমি
দাদা দাদা বলে কত কাঁদিনু, মা আসি
কোলেতে তুলিয়া নিল আপনি কাঁদিয়া ;
আঘাতের কথা ভুলে গেনু আমি, তবু
মা আমি কাঁদিনু কত স্মরিয়া তোমারে।
হাঁ দাদা, কোথায় ছিলে তুমি এত দিন ?

মিহির। সে কথা ভুলে যা বোন, আর দাদা তোরে
এমন যাবে না ছাড়ি।

তমালী। আমার হরিণ-ছানা, দাদা, কত বড়
হয়েছে দেখিবে চল।

মিহির। চল বোন।

(তমালীকে লইয়া মিহির নিষ্ক্রান্ত।)

রাজা। এই বেলা বিবাহ-বন্ধন ; তবে তার
উদাসীন ঘুরা-ফিরা ঘুচে যাবে সব
চির জনমের লাগি ; গান্ধার-নৃপতি

বাল্যবন্ধু মোর, কন্যা তারি রূপে গুণে
শুনিয়াছি অনিন্দিতা।

রাণী। যাক্ কিছু দিন,
শান্ত হতে দাও কিছু বাছারে আমার।

—:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(সিতাচল)

মিহির।

এই সেই সিতাচল, শুক্লা নিশীথিনী
সেই মধু ফাল্গুনের, সেই গিরি-বর্ত্ম
সঙ্কুল বন্ধুর, পল্লবিত সারে সারে
তরল-শ্যামল পর্ণে রিক্ত শীত-শীর্ণ
চম্পক তরুর দল পথ-প্রান্ত ধরি ;
বেতস-বনান্তে মুঞ্জরিত মল্লিকার
তল্প বাহি ছুটে সেই গিরি-নির্ঝরিণী,
শত শিলা-কুট্টিমের 'পরে ফুটে উঠে
কোমলে কঠিনতমে সঙ্গীত মধুর
মৌনতার বক্ষ ভরি। অন্ধ দিশাহারা

মিলিত পুষ্পের গন্ধ, নবীন শষ্পের,
মলয়-পাখায় চড়ি পাগলের মত
জীবের মুকুল-প্রাণে খুঁজে ফিরে যেন
গন্ধ-সঙ্গিনীরে তার বারে বারে দ্বারে
অঙ্গুলি-আঘাত করি। হের সেই সব !
তিনটি বরষ আগে হায় একদিন
এমনি নিশীথে এই শশী-ফুল্ল পথে
শৈল-পথ বাহি নীচে গেছিনু নামিয়া ;
শান্ত জ্যোৎস্না ধীরে যেন জমিয়া জমিয়া
রঙীন প্রবৃত্তি হয়ে পরাণে আমার
গেছিল ঘনায়ে, অন্তরে বাহিরে যেন
রক্তে নীলে শ্যামে মিলে কাড়াকড়ি-খেলা
পরাণ লইয়া মোর। তারো পরে ধীরে
সঘন বরণগুলি আঁধারের মত
দিগন্তে আসিল ছেয়ে লুপ্ত একাকারে —
বুদ্ধি স্মৃতি প্রীতি পূজা সবি যেন সেই
ভেসে গেল আঁধার-প্লাবনে, আর এক
অন্ধোন্মাদ নর-আত্মা মরীচি-সন্ধানে
হেথা হোথা ফিরিল ঘুরিয়া, স্বপ্নসম
যেন মনে আসে মোর, যেন এক খণ্ড

কৃষ্ণ মেঘ ঝটিকার মত বহে' গেল
অন্তর-সীমান্ত দিয়ে চকিত পলকে
লুকায়ে তপনে মোর; যেন ছিল তার
মানব-মূর্ত্তির মত বাহু পদ মুখ,
আকর্ষণ মৃত্যু সম, চিত্ত লীলায়িত
আঁধারের নৃত্যভরা! হায়, তারি সাথে
যেন,—যেন পিতা মোরে চাহিল বাঁধিতে,—
"গান্ধারের কন্যা সাথে বিবাহ তোমার"—
পিতৃকণ্ঠ হতে যেমনি ফুটিল বাণী
পরাণ উঠিল কেঁপে;—আঁধার-মূরতি,
বিস্মৃতির তীর হতে কুড়োনো স্বপন,
ছাইল অন্তর মোর।
(দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া) যাক্ বেঁচে গেছি,
তবু এসেছি ঘুচায়ে। দীধিতি, দীধিতি!
(উষ্ণীষ হইতে চিত্রপট খুলিয়া আনিয়া)
জ্বলে ওঠ সর্ব্বাঙ্গের মাঝে, অন্তরের
অতি গূহ্যতম কোণে। দেবী তুমি মোর,
তোমার নিশ্বাস-বায়ে সুপ্ত বীণা সম
সর্ব্ব অঙ্গ হতে মোর সঙ্গীত-নিক্কণ
রণিয়া রণিয়া উঠে, পুণ্য রশ্মিরেখা

গুহা-অন্ধকারে লুপ্ত আলোক-মাণিকে
প্রকাশিছে প্রোজ্জ্বল কিরণে। ধন্য আমি
নবীন উদয়-শৈল হইতে অরুণে
লভিয়া পরাণ ভরি ; সারা জীবনের
উচ্ছৃঙ্খল ঘুরে-ফিরা তোমারে ঘিরিয়া
ছন্দ-রণনের মত বন্দন-লীলায়
সঙ্গীত রচিয়া দিক্ ; তুমি কেন্দ্র মোর
সীমাহীন নিখিল-নিলয়ে ; আজি হতে
আনন্দ কিরণ-বহা স্পন্দন তোমার
জাগরণে তুলিবে কাঁপায়ে, প্রতি তৃণে
রোমাঞ্চেরে তুলিবে শিহরি, ফলপর্ণে
শ্যাম-রসে উঠিবে রসিয়া, শাখে শাখে
তোমারে ঘিরিয়া পাখী গাহিবে আকুল,
নির্ঝরের ভাঙা স্রোতে মিলন-তটিনী
বহি যাবে নবলব্ধ জীবন-আস্বাদে।
তোমারে ঘিরিয়া বীর অন্যায়ের শিরে
ধূলি-নম্র পদানত করি, রক্ত-লেখা
লিখে লিখে যত সব গর্ব্ব-দৃপ্ত বুকে,
শুধু-রক্ত-লোভাতুর নিঠুর বীরত্বে
হানিয়া মৃত্যুর বাণ, মরণ-সমরে

জয়-মাল্য লভি তোমার চরণোপান্তে
দিবে পূজাঞ্জলি। তোমারে ঘিরিয়া দেবি
সমর-বিজয়ী বীর গৃহ-কোণে তার
ক্ষুদ্র বোনে বক্ষে তুলি নিবে, স্নেহ-দ্রব
ভক্তি-অর্ঘ্যে পূজা দিবে জননী-পিতায়,
অনুগত জনে হবে সহাস্য কোমল
তাদের আপন সম; তোমারে ঘিরিয়া
দীন প্রজা-জনে রাজা বুকেতে আদরে
লইবে সোদর সম, সর্ব্ব প্রয়োজনে
নিয়োজিবে বরাভয় কর; মুখে মুখে
হাসির আকার ধরি মঙ্গল-আশীষ
হরষে উঠিবে ফুটি, ধনে-জনে-প্রাণে
ভাণ্ডার ভরিয়া যাবে, জরা-মৃত্যু-ব্যাধি
মানবের চিত্ত হতে ি র সিংহাসন
পলকে লইবে তুলে,—সেথা কোথাকার
আলোক-বারতা খানি আসিবে নামিয়া
পুলক-সরস, তোমারে ঘিরিয়া দেবি,
সকলি তোমারে ঘিরি!
(বহুক্ষণ নীরবে শৈলারোহণ)
আশা মোর মিথ্যা হয় যদি? কে জানে বা

তিনটি বরষ কত অদৃশ্য তুলিতে
এঁকে গেছে বিকৃতি লাঞ্ছন! সে তপস্বী,
গিরি-গুহা, আর তাতে সে দেবী দীধিতি
যদি বা না থাকে এবে! ঘৃণা উপেক্ষায়
যদি—

——ঃ——

তৃতীয় দৃশ্য।

(দীপ-প্রজ্জ্বলিত গুহাভ্যন্তর; শ্বেতকৃষ্ণশ্মশ্রু বিন্ধ্যসুত ও উদ্দাম-যৌবনাপগতা চীরবাসপরিহিতা দীধিতি মৌন প্রতীক্ষায় সমাসীন। গুহাদ্বারে কাহার আগমন-শব্দ শুনিয়া দীধিতির মুখ প্রীতি-প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বিন্ধ্যসুত নীরবে উঠিয়া গুহাদ্বারে উপস্থিত হইলেন; মিহির ভক্তিভরে ভূপতিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বিন্ধ্যসুত মিহিরকে ভিতরে লইয়া আসিলেন।)

মিহির। (দীধিতিকে লক্ষ্য করিয়া সহসা আপাদমস্তক বিস্ময়-চমকে কাঁপিয়া উঠিয়া)
গান্ধার-তনয়া তুমি?

বিন্ধ্য। গান্ধার-তনয়া পাপ-অনুতাপে এবে
চিরমৃত্যু লভিয়াছে, উঠেছে জাগিয়া
নবীন জনমে এই দীধিতির মাঝে।
'অরুণা' সে পিতৃদত্ত নাম ; জন্মকালে
দেখেছিনু তারি মাঝে এই দীধিতিরে,
ভবিষ্যের রাণী-যোগিনীরে, অঙ্কুরেতে
থাকে যথা সঙ্কুচিত তরু,—তাই তার
নিয়েছিনু শিক্ষা-ভার নির্জ্জন গুহায়
মানব-বর্জ্জিত এই গিরিকূট-বনে
প্রকৃতির বক্ষ মাঝে প্রত্যক্ষ সাক্ষাতে
ধরণী-পতির সাথে। ক্ষণিকের লাগি
প্রেমযোগ-ভঙ্গে তার সংসার-বিলাসে
আবার পাঠায়েছিনু. কণ্টক-সাহায্যে
উপাড়িতে কণ্টকেরে। সার্থক আজিকে
ন্যস্ত কাজ মোর, বিবাহ-বন্ধন আজ
ধরণীর ভোগ-সূত্রে নয়, আত্মত্যাগে,
প্রেমের মঙ্গলময় সুচির মিলনে,
দুটি ফুলে গাঁথা পরম পিতার গলে
ফুল্ল মালিকায়!

মিহির। দেব, ধন্য আমি আজ।

(বিন্ধ্যসুত নীরবে গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত)

(দীধিতির নিকট জানু পাতিয়া দীধিতির হস্তে মিহি-রের চিত্রপ্রদান ; দীধিতির চিত্র গ্রহণ ও ভূমিতে স্থাপন, এবং মিহিরের পাশে জানু পাতিয়া উপবেশন ; দীধিতির একটি করপল্লব মিহিরের আপন হস্তে ধারণ এবং নীরবে উভয়ের ধ্যানরসে নেত্র-নিমীলন।)...(গুহাভ্যন্তরে বিন্ধ্যসুত ও তপস্বিনী বেশে নন্দিতার প্রবেশ এবং আনন্দাশ্রু-বিগলিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে দুইজনের ধ্যাননিলীন মিহির ও দীধিতিকে নিরীক্ষণ।)

বিন্ধ্য। নন্দিতা, বিধাতা নিজে পুরোহিত আজ
উদ্বাহে এদের, বাহ্য আচারের কিছু
নাহি আয়োজন।

(মিহির ও দীধিতি ধ্যান হইতে জাগিয়া উঠিল)

হয়ে গেছে বিবাহ-বন্ধন,
এ বৃদ্ধের লহ আশীর্ব্বাদ।

(ভূমিতে নত হইয়া দুইজনের প্রনাম এবং আশীর্ব্বাদ গ্রহণ)

মা দীধিতি, কর্ম্ম-যজ্ঞ সম্মুখে তোমার,
আশীর্ব্বাদ করি রাণীর বসন নিয়ে
এই চীরবাসে যেন সুচির জীবনে

পারহ রাখিতে। বৎস, যোগরাজ্য তব,
যোগিনী সঙ্গিনী এই, মনে থাকে যেন।
যাও মা নন্দিতা ত্বরা, বিশ্রামের স্থান
দাওগে এদেরে আজ এ রাত্রির লাগি,
প্রত্যূষে যাইবে দেশে।

(মিহির ও দীধিতিকে লইয়া নন্দিতা নিষ্ক্রান্ত)

বিদ্যা। (চিত্রহস্তে)

ক্ষমা ক'রো প্রভু মোর তব শক্তি পাশে
মানবের এই মায়াশক্তি-কণা, যেথা
হতে যাত্রা করেছিনু তোমারি লাগিয়া,
হায়, ভ্রান্ত আমি! উচ্চ গিরি-শিখরেও
ক্ষণে ক্ষণে জাগে তাই নিম্ন-আকর্ষণ!
সমাপ্ত সে সব আজ, বাধাহীন প্রেম
অন্তরে ফুটুক এবে দীনতম বেশে
শক্তি-গর্ব্ব ডুবে যাক্ গভীর গুহায়!

(গুহাভ্যন্তরে একটি সুগভীর অন্ধকারময় দ্বিতীয় গুহায় চিত্র-বিসর্জ্জন।)

সমাপ্ত।

গ্রন্থকারের অপর গ্রন্থ

শুক্লা

সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ বলেন—"একটি সুকুমার স্বপ্নপেলব বিষয়—সালঙ্কার ভাষা ও অজস্র কলা-নৈপুণ্য—এই কাব্যে সম্পদ যথেষ্ঠ আছে। আপনার যে যথেষ্ঠ কবিত্বশক্তি আছে সে সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নাই—কিন্তু আপনার কবিত্বের প্রাচুর্য্য দ্বারাই এই বইখানি ভারাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হইল।"

শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র বলেন—অনেক স্থলেই যথেষ্ট কবিত্বের পরিচয় আছে—পড়িয়া প্রীত হইলাম।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম-এ বলেন—"শুক্লার মধ্যে স্থানে স্থানে অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। আপনার এ কাব্যে আপনার কৃতিত্ব ও অসামান্য প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে।......রূপকের জন্য বৃথা অনুসন্ধান না করিয়া কেবল সাধারণ উপাখ্যান ভাবে এ কাব্য গ্রহণ করিলেও ইহাতে অসাধারণ রচনা-কৌশল আছে। আশা করি শিক্ষিত সমাজে ইহার যথোচিত প্রতিষ্ঠা হইবে।"

"ট্রেন ট্রামের দিনে নূতন কাদম্বরী।"

—অর্ঘ্য।

তরুণ কবির প্রথম কাব্যটিই ভবিষ্যতের মহিমায় সমুজ্জ্বল। স্বপ্ন-কাহিনীটি পার্ব্বত্য ডালিয়ার ন্যায় নয়ন-রঞ্জক সুষমায় অলঙ্কৃত। সুখরঞ্জন বাবুর স্বাভাবিক প্রতিভা, সুন্দর শব্দযোজন শক্তি ও ছন্দ-নৈপুণ্য আছে।—

সুপ্রভাত।

"কবির কল্পনা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। এই কবি অসামান্য শক্তি লইয়া বঙ্গসাহিত্য-আসরে নামিয়াছেন। কাব্যের চরিত্রগুলি জীবন্ত, হীরকের ন্যায় অগন্য বাক্যাবলী কাব্যের মধ্যে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।"

ভারত-মহিলা।

মানসী পত্রিকায় ১৩১৭ সালের বঙ্গসাহিত্যের রিপোর্টে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 'শুক্লা'র বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—"বহু দিন যাবৎ বঙ্গসাহিত্যে গীতি-কাব্য ও কোষ-কাব্যেরই প্রাধান্য চলিয়া আসিতেছে। কোন গল্প অথবা বিষয় বিশেষ অবলম্বনে কাব্য রচনা করা অত্যন্ত বিরল হইয়া পড়িয়াছিল। নবীন কবি সুখরঞ্জন রায় 'শুক্লা' নামে এই শ্রেণীর একখানা কাব্য লিখিয়াছেন। কাব্যখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।"

কন্তলীন প্রেসে পুরু এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা, বাহ্য আকৃতি মনোহর, ১৩১ পৃষ্ঠা,—মূল্য দশ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—২২, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান পাব্লি-সিং হাউস্; ২০১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, গুরুদাস লাইব্রেরী; ৬১, কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স; ২০, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী—কলিকাতা।
